এই সেই লীলা এই সেই অবতার।
ইহার উপরে পূর্ণ লীলা নাহি আর।।
মন ঠিক কর বাছা চিন্তা নাহি আর।
পালিয়েছে পালা আর না হইবে জ্বর।।
শ্রীগুরু-চরণ-চিন্তা-ভবব্যাধি নাশে।
ওড়াকান্দী এলে তার জ্বর থাকে কিসে?"
দশরথ বলে 'প্রভু বুঝিনু এখন।
নিজদাস জানি প্রভু ছলা কি কারণ।।
যুগে যুগে ভক্তমন বুঝিয়া বেড়াও।
জেনে মন বুঝে মন ছল না করাও।।
কর্ণকে ছলিতে প্রভু বৃদ্ধ বিপ্র বেশে।
পুত্র কেটে দিতে কও পারণা দিবসে।।
খাইবে মনুষ্য মাংস বলিলে সে কালে।
ব্রাহ্মণে মানুষ খায় বুঝিতে নারিলে।।
দানধর্ম্মে রত কর্ণ নির্ম্মল সুজন।
বুঝে না মনুষ্য মাংস খায় কি ব্রাহ্মণ।।
বুঝিতে কর্ণের মন কিবা বাকী ছিল।
পুনঃ পুনঃ দগ্ধ স্বর্ণ ঔজ্জ্বল্য বাড়িল।।
সূর্য্যবংশে রঘু রায় বুঝি তার মন।
হ'য়েছিল দ্বিজ ব্যাঘ্র তোমরা দু'জন।।
তুমি হলে দ্বিজ ব্যাঘ্র হ'ল পঞ্চানন।
দ্বিজসূতে খেতে ব্যাঘ্র করে আক্রমণ।।
দ্বিজ-শিশু-রূপে গেলে রঘুরাজ আগে।
বলে ছিলে রক্ষা কর মোরে খায় বাঘে।।
রঘু বলে ওরে বাঘ বলি যে তোমাকে।
ছাড় ছাড় খেওনা রে ব্রাহ্মণ বালকে।।
ব্যাঘ্র বলে যদি আমি রাজমাংস পাই।
তাহ'লে দ্বিজের সূতে ছেড়ে দিয়ে যাই।।
রাজা বলে আমার অঙ্গের মাংস খাও।
শরণাগত বালকে ছেড়ে দিয়ে যাও।।
তাহা শুনি স্বীকার করিল ব্যাঘ্র বর।
রাজা দেন গাত্রমাংস ব্যাঘ্রে খাইবার।।
খাইল সকল মাংস অস্থি মাত্র সার।
হেনকালে পরিচয় দিল দিগম্বর।।
চেয়ে দেখ আমি ব্যাঘ্র নহে পঞ্চানন।
মন বুঝিবারে দ্বিজশিশু নারায়ণ।।
বর দিয়া রঘুরাজে গেলে দুইজন।
অন্তর্য্যামী হ'য়ে কি বুঝিতে হয় মন।।
রাঘব শ্রীরাম নাম নাশিতে রাবণ।
রঘুবর হ'তে তার মঙ্গলাচরণ।।
বিশেষতঃ ভক্তগণে জানাইতে ভক্তি।
জগতের শিক্ষা হেতু এই সব যুক্তি।।
এই আমি মনে মনে ভাবি অনুক্ষণ।
গোপীদের মন বুঝা কোন প্রয়োজন।।
যে দিন করিলে হরি বসন হরণ।
জানা মন কি জানিয়ে হরিলে বসন।।
"লজ্জা ঘৃণা তথা ভয় চ্যুতি জুগুপ্সা পঞ্চম!
শোকং সুখং তথা জাতি অষ্টপাশ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"
লজ্জা ঘৃণা ভয় ভ্রষ্টা গ্লানি দুঃখ সুখ।
সপ্ত গেছে লজ্জা পাপে পরীক্ষা কৌতুক।।
পতি ত্যজে বনে এসে করে প্রেম সজ্জা।
পরীক্ষিলে গোপীদের আছে কিনা লজ্জা।।
কৃষ্ণসুখে সুখিনী শ্রীকৃষ্ণ প্রতি আর্ত্তি।
শয়নে স্বপনে জাগরণে কৃষ্ণ স্ফুর্ত্তি।।
যাঁরা যাচে দাসীপদ আপন গরজে।
রাধা বাস হরি, হরি নিলে কিবা বুঝে।।
বোঝা মন বুঝিবারে কিবা প্রয়োজন।
সেও বুঝি জগতের শিক্ষার কারণ।।'
প্রভু কহে "শেষ লীলা বড় চমৎকার।
লীলাকারী যেই তাঁর নিজে বোঝা ভার।।"
শুনে দশরথ পড়ে পদে লোটাইয়ে।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে কহে চরণে ধরিয়ে।।
'সারে বা না সারে রোগ তা'তে নাহি দায়।
দয়া করি হরি মোরে রেখ রাঙ্গা পায়।।'